কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 NOV 2017
১ ... কলাম ২ ...

গরিবের স্কুল, তাই গরজ নেই

মো. জহিরুল ইসলাম ও শাহাদত হোসেন ▷

রাজধানীর ২৪ নম্বর হেমেন্দ্র দাস রোডে অবস্থিত সূত্রাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দোতলা ভবনের মাত্র তিনটি কক্ষে ক্লাস হয়। গত ২৬ আগস্ট সকাল ১১টায় গিয়ে দেখা যায়, শুধু চতুর্থ শ্রেণির একটি ক্লাস চলছে। নিচতলায় অন্য একটি কক্ষ পুরনো জিনিস রাখার জন্য ব্যবহার হচ্ছে। সামনে এগোতেই পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস। কয়েকজন শিক্ষার্থী বসে গল্প করছে। শিক্ষকের খবর নেই।

প্রশ্নের জবাবে এক শিক্ষার্থী ইতিউতি তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল—'এখনো ক্লাস শুরু হয়নি। মাঝে মধ্যেই ক্লাস শুরু হতে দেরি হয়। আমাদের স্কুল এভাবেই চলে। আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা অনেকেই এখন নেই। ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। তাই অনেকে চলে গেছে।' সামনে এগোতেই শিক্ষকদের কক্ষ। সেখানে কয়েকজন সহকারী শিক্ষক থাকলেও দেখা মিলল না প্রধান শিক্ষকের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, 'প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই।'

পরদিন ২৭ আগস্টও একই দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে ওই দিন প্রধান শিক্ষক মাসুমা আক্তারকে পাওয়া গেল। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা এবং স্কুলের ঢিলেঢালা অবস্থার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি কিছুটা রেগে গেলেন। বললেন, 'আপনাকে কোনো তথ্য দিতে পারব না। তথ্য নিতে হলে আপনাকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি নিতে হবে।'

রাজধানীর বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় একই অবস্থা। ছয়টি প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন পরিদর্শনকালে যে চিত্র দেখা গেছে তা পুরোপুরি হতাশাজনক। ঢিলেঢালা পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক সংকট, বিদ্যালয়ের জায়গা বেদখল, খেলার মাঠ না থাকাসহ বিভিন্ন সমস্যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেন চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে আছে।

লালবাগ নিউ মডেল ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : লালবাগ নিউ মডেল ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলতি বছরের শুরুতে শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল মোট ২২৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ১১৯ ও ছাত্র ১০৭ জন। তবে জুলাই মাসের দিকে এসে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীই ঝরে গেছে।

বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষিকা মোমেনা খাতুন বলেন, 'আশপাশে বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কম ভর্তি হয়। আবার ভর্তি হওয়ার পরও বেশির ভাগই নানা কারণে চলে যায়। আটজনের স্থলে এখানে শিক্ষক আছেন চারজন। তাঁদের মধ্যেও একজন আবার ট্রেনিংয়ে আছেন। শিক্ষার্থী চলে যাওয়ার নানা কারণের মধ্যে শিক্ষক সংকট অন্যতম। শিক্ষার্থীদের যথাযথ পাঠদান সম্ভব হয় না। শিক্ষার পরিবেশ তৈরিও একটি বড় ব্যাপার।'

গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ১৬২৭ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক মাত্র ১৭ জন। এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের এই সংখ্যাটা খুবই কম বলে মনে করেন প্রধান শিক্ষক। জানা যায়, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের জন্য নেই অবকাঠামোগত ব্যবস্থা। এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মারুফা বলল, 'আমরা ঠিক সময় স্কুলে এলেও প্রথম শ্রেণির ক্লাস শেষ হওয়ার অপেক্ষায় শ্রেণিকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমাদের স্কুলের সামনে একটুও খেলার জায়গা নেই। সে জন্য স্কুলে আসতে ভালো লাগে না।'

▶▶ বিশেষ পৃষ্ঠা ২ ক. ৫

গরিবের স্কুল

▶▶ বিশেষ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধান শিক্ষক বলেন, 'হয় হয় করে প্রায় পাঁচ বছর পার হলেও ভবন হচ্ছে না। এমপি-মন্ত্রীরা এখানে এসে বলে যান—অতি দ্রুত ভবন তৈরি করা হবে। কিন্তু আর হয় না। বিদ্যালয়টির প্রচুর জায়গা দখলদাররা দখল করে খাচ্ছে।'

লোহারপুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : বিদ্যালয়টিতে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীর অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের। বছরের প্রথম দিকে ভর্তি হলেও অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা চলে যায় কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারি বিদ্যালয়ে। অভিভাবক ফরিদা খাতুন বলেন, 'সরকারি স্কুলে শিক্ষকরা বেশি সময় দেন না। তা ছাড়া বাচ্চারা একটু খেলবে সে ধরনের কোনো ভালো ব্যবস্থাও নেই। নিরাপত্তার বিষয়টিও তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয় না। নিরাপত্তা ও লেখাপড়া কোনোটিই না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়েছি।'

লোহারপুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আছিয়া আক্তার বলেন, 'কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার জন্য বেশি বেশি নম্বর দেন। অথচ লেখাপড়ার মান সন্তোষজনক নয়। কিন্ডারগার্টেন থেকে আমাদের এখানে কোনো শিক্ষার্থী এলে আমরা তাকে ওই ক্লাসে ভর্তি করতে পারি না। কেননা সে আগের ক্লাসের কোনো পড়াই পারে না।'

আগারগাঁও তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : স্কুলটিতে মোট শিক্ষার্থী ৭৩৮ জন। কক্ষ রয়েছে ১৩টি। এর মধ্যে টিনশেড নির্মিত একটি কক্ষ এলাকাবাসীর সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়েছে। ১২টি কক্ষে চলে পাঠদান। একটি কক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অফিস ও বসার জন্য ব্যবহার করা হয়। খেলার মাঠ আছে। পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণও আছে। প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার বললেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারের। মা-বাবা জীবিকার তাগিদে সারা দিন ঘরের বাইরে থাকেন। ছেলেমেয়েদের প্রতি খেয়াল রাখার সুযোগ তাঁদের নেই। বাড়িতে যত্ন না নিয়ে স্কুলের ওপর ভরসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায় না।'

প্রধান শিক্ষিকা জানান, বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে আরো আটটি শ্রেণিকক্ষ, একটি পাঠাগার ও একটি গবেষণাগার দরকার। আবার আশপাশের বখাটেরা ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে। ফলে অনেক অভিভাবক মেয়েদের এখানে ভর্তি করাতে চান না। এসব বখাটে দমনে তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহায়তা কামনা করেন।

আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : শেরেবাংলানগরে অবস্থিত এই স্কুলে শিক্ষার্থী ২৭৩ জন, শিক্ষিকা ৭ জন। প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী রানী মণ্ডাকার বলেন, 'বিদ্যালয়টিতে ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও অসচেতন পরিবারের। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে আসে না। দু-একজন লেখাপড়ায় মনোযোগী হলেও তৃতীয় শ্রেণিতে উঠলেই অন্য স্কুলে চলে যায়।'

সহকারী শিক্ষিকা দেবযানী দত্ত বলেন, 'বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি নেই, দারোয়ান নেই। ফলে টিফিন পিরিয়ডে শিক্ষার্থীরা পালিয়ে যায়। অভিভাবকরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না। শ্রেণিকক্ষ শিশুদের উপযোগী করা দরকার। আবার মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার থাকলেও সেসব চালানোর লোক নেই।'